১৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষার্থীরা কারো প্রতিপক্ষ হওয়া উচিত নয়

সুখেন্দু বিকাশ দে

সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। একটা জাতির অগ্রগতি নির্ভর করে সে জাতির যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। বাংলাদেশ ২০০ বৎসর বৃটিশ এবং ২৪ বৎসর পাকিস্তানী শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত ছিল। পরাধীনতার যুগে শাসক শ্রেণী তাদের শাসন ও শোষণের স্বার্থে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন স্বাধীনতার বহু বৎসর পরও জাতি তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। স্বাধীনতার পর জাতির জনক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ কুদরাত-এ- খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক জীবননির্ভর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রণীতও হয়েছিল। কিন্তু ৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের নির্মম ঘটনার পর উক্ত শিক্ষা-নীতি আর বাস্তবায়িত হয়নি। এর পর বিভিন্ন সরকার বিভিন্নভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু পরিবর্তন এনেছেন সত্যি; কিন্তু তা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। জাতির জনকের কন্যা বর্তমান সরকারের কর্ণধার। তিনি খুদা কমিশনের আলোকে নতুন করে যুগোপযোগী শিক্ষা-নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং প্রণীতও হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিনা জানি না। হয়তো সহসা বাস্তবায়নের উদ্যোগও নেয়া হবে। তবে এই উদ্যোগ যত তাড়াতাড়ি নেয়া যায় ততই মঙ্গল বলে মনে করি। এছাড়া উক্ত শিক্ষা-নীতিতে কী আছে তাও আমি জানি না। জানি না উক্ত শিক্ষা-নীতিতে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কে কি বলা আছে। হয়তো যুগোপযোগীভাবে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তার পরও ৪ঠা আগষ্ট ১৯৯৮-এর দৈনিক ইত্তেফাকে পরীক্ষায় ফেল করে দুই সম্ভাবনাময় ছাত্র/ছাত্রীর আত্মহত্যার রিপোর্ট পড়ে আমি খুবই বিমর্ষ হয়েছি। স্তম্ভিত হয়েছি। যার কারণে উক্ত বিষয়ে লিখতে স্থির করলাম। জানি না শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমার কথার সাথে একমত হবেন কিনা। তবে একমত হলে শিক্ষা ব্যবস্থা গতিশীল হবে এবং এধরনের অকাল মৃত্যুর হাত থেকেও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা পাবে বলে বিশ্বাস করি।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে তা আমার মতে ত্রুটিপূর্ণ। ছাত্র/ছাত্রীরা এস,এস,সি পরীক্ষার মাধ্যমেই জীবনে প্রথম পাবলিক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। পরীক্ষা পাসের জন্য তাদের থাকে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে ৯০% ছাত্র/ছাত্রী যারা গ্রামের বেসরকারী স্কুলগুলোতে লেখাপড়া করে তারা নানাভাবে বঞ্চিত হয়, নিজেদের পরীক্ষা পাসের উপযোগী করে তোলার সুযোগ-সুবিধা থেকে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার পরিবেশ নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। নানা ধরনের কোন্দল, অব্যবস্থার কারণে শিক্ষাদান কার্য বিপর্যস্ত হয় এখানে। নিম্নমানের পাঠদান, যথা সময়ে সিলেবাস শেষ না করা কিংবা যেন-তেন প্রকারে শেষ করানো। শিক্ষকে শিক্ষকে কোন্দল, ব্যবস্থাপনা কমিটির অহেতুক হয়রানি কিংবা উদাসীনতা, বদলী ব্যবস্থা না থাকার কারণে স্থানীয় শিক্ষকদের হামবড়া ভাবের কারণে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়া, শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিষ্ঠুর আচরণ সংশ্লিষ্ট সকলের কাজকর্মের জবাবদিহিতার অভাব, বদলী ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকদের দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন, নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে অপারগতাসহ নানাবিধ প্রতিকূলতায় শিক্ষার্থীর জীবন বিপর্যস্ত। এর পর আছে সমাজের সর্ব স্তরের অবক্ষয়ের ধস। আজকাল পুরো সমাজটাই শিশু-কিশোরদের প্রতি অমনোযোগী। যার কারণে শিক্ষার্থী যেভাবে তৈরী হওয়ার কথা ওভাবে তৈরী হচ্ছে না। আর এই অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা পরীক্ষার হলে যায়। সেখানে তারা মরিয়া হয়ে উঠে পরীক্ষা পাসের জন্য। আশ্রয়গ্রহণ করে অসদুপায় অবলম্বনের। আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সে নিজেকে যেকোন উপায়ে পার করে নিতে চায়। ফলে পরীক্ষার হলে কর্তব্যরত ব্যক্তিদের চোখে সে অপরাধী। নিতান্ত অমানবিকভাবে সে প্রতিপক্ষে পরিণত হয়। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, বহিষ্কার হয়, নানাভাবে তল্লাশির কারণে মূল্যবান সময় হারিয়ে পরীক্ষার খাতায় কিছু না লিখতে পেরে ফেল করে। পরে দিনাজপুরের সিরাজ উদ্দীন, আগৈলঝরার সন্ধ্যারানী, নিগার সুলতানা, সুমির মত বিষপানে কিংবা ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে যা জাতির জন্য খুবই কলংকজনক। আমি বলছি ছেলে-মেয়েদের জন্য আমরা খুবই কম ভাবি কিংবা ভাববার প্রয়োজনও মনে করি না। উপরন্তু পরীক্ষার হলে তাদের নির্মম শাস্তি দিয়ে আনন্দ অনুভব করি। প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে অসম অমানবিক যুদ্ধ ঘোষণা করি। তবে এটা কোনক্রমে সুখবর নয়। শিক্ষার্থীরা কারো প্রতিপক্ষ হওয়া উচিত নয়। বরং সুষ্ঠ নীতি নির্ধারণের পর আদরে-সোহাগে সুস্থ জাতি বিনির্মাণ উপযোগী প্রজন্ম সৃষ্টি করাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য। বিশেষ করে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের সর্বত্র গ্রাম-বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যেখানে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে, ওগুলোর ব্যাপারে বেশী করে ভাবা প্রয়োজন। সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা ছাত্রদের ভর্তি করা হয়, কিন্তু গ্রামের স্কুলগুলোতে আধাপেটা খাওয়া ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি করায়ে মানুষ করা যে কত কঠিন তা বলা মুশকিল। এজন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে।

- বৈষম্যমূলক শিক্ষার অবসান করা।
- অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ১০০ ভাগ মূল বেতন দিয়ে অন্যান্য ভাতা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করার ব্যবস্থা রেখে শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকুরি বদলিযোগ্য করা।
- আশু ব্যবস্থা হিসাবে প্রধান শিক্ষকদের চাকুরি বর্তমান ৮০% বেতন পাওয়াকালীন সময়েও বদলিযোগ্য করে সুষ্ঠ নিরপেক্ষ অনভিপ্রেত চাপমুক্ত পরিবেশে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া।
- বদলি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষকদের অন্যত্র বদলি করে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাণসঞ্চার করা।
- সার্ভিস বুক চালু করা।
- নিয়োগ ব্যবস্থা সরকারী পর্যায়ে নিয়ে নেয়া।
- কেবল ফেল করা বিষয়গুলো পরবর্তী বৎসর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রেখে দুর্বল বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, এভাবে পরপর কমপক্ষে ৩ বার সুযোগ দিয়ে ডিভিশনসহ ফলাফল প্রকাশ করা। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থী যখন বুঝবে যে তার জীবনে অন্তত একটা সার্টিফিকেট পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে তখন সে পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নেবে না, কিংবা আত্মহত্যার পথও বেছে নেবে না। পরীক্ষার ফেল করার শাস্তি হিসাবে যে মূল্যবান সময় হারাল এটাই যথেষ্ট।
- ১০০ নম্বরের পরীক্ষার মধ্যে ৫০ নম্বর বোর্ডের মাধ্যমে, ৫০ নম্বর বিদ্যালয় পর্যায়ে মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেয়া। এতে করে ছাত্র/ছাত্রীদের সিলেবাসের বোঝা কমবে এবং দক্ষতা অর্জিত হবে।
- প্রতিবিষয়ে ১৫ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় পর্যায়ে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে ৩৫ নম্বরের।
- উন্নতমানের পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাডেমিক সুপারভিশনের ব্যবস্থা রাখা এবং সেমিনার ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সতর্কিত করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিষয়ওয়ারী দায়বদ্ধতা প্রবর্তন।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুপারভিশন কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে কার্যকর সুপারভিশনের জন্য থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী থানা শিক্ষাকর্মকর্তার কাজকর্মে জবাবদিহিতার ব্যবস্থাগ্রহণ।

৫ম শ্রেণী পাস একজন ছাত্র/ছাত্রী ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রম ছাড়া এ,বি,সি,ডি লিখতে জানে না কিংবা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে পারে না যেখানে, সেখানে তাদের কিভাবে প্রস্তুত করা যাবে? তাই প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের দিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম না করিয়ে বেকার যুবকদের দিয়ে সাময়িক ভাতার মাধ্যমে কাজ করানোর উদ্যোগ নেয়া উত্তম। তাছাড়া ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষক/শিক্ষিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমান স্নাতক পাস শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক। মনে হয় আমাদের চাকুরীর প্রয়োজনেই বিদ্যালয়গুলো। বিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজনে যে আমাদের চাকুরী তা বেমালুম ভুলতে বসেছি। শিশুদের পাঠদানের জন্য এইচ,এস,সি পাস শিক্ষক-শিক্ষিকাই যথেষ্ট।

উপসংহারে বলতে চাই যে, সর্বাগ্রে ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারী স্কুলগুলোতে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ প্রশাসন পরিচালনার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রধান শিক্ষকগণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আপোস রক্ষা করে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরী রক্ষার জন্য তাকে অনেক কিছু নীরবে হজম করতে হয়। অনুরূপভাবে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদেরও কোন কোন ক্ষেত্রে তাই করতে হয়। তাই বদলী ব্যবস্থার আয়োজন রাখতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে ছাত্র/ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস জাগাতে হবে। তদারকী ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সর্বোপরি বৈষম্যমূলক শিক্ষার অবসান ঘটাতে হবে এবং যুগোপযুগী বিজ্ঞানভিত্তিক জীবননির্ভর শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। তবে জরুরী ভিত্তিতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে নিরপেক্ষ চাপ মুক্ত প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান ও বদলীযোগ্য করা। সাথে সাথে সকল শিক্ষক/কর্মচারীরও চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন। অন্যথা এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতে জাতি তলিয়ে যাবে একদিন। নির্মম নিষ্ঠুর আচরণের ফলশ্রুতিতে শিশু-কিশোরদের মধ্যে জাগবে হীনমন্যতা এবং বার বার বিপর্যস্ত ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা বেড়ে যাবে। তাই এখনই সময় এ বিষয়ে ভাববার, সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষায় দুর্নীতি হোক এটা কোনক্রমেই যেমন কাম্য নয়, তেমনি অযত্নে, অব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যথার্থভাবে বেড়ে না উঠুক, ওটাও কারো কাম্য হতে পারে না। সর্বশেষ জাতির জনকের ১টি অমর বাণী দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। বাণীটা যতটুকু মনে পড়ে সম্ভবত এরকমই "মাষ্টার সাহেবদের বলছি ছাত্র/ছাত্রীদের ফেল করানোতে কৃতিত্ব নাই, পাস করানোতেই কৃতিত্ব"। তিনিও সম্ভবত আদরে-সোহাগে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরী করার কথা বলেছিলেন। □

আজকাল পুরো সমাজটাই শিশু-কিশোরদের প্রতি অমনোযোগী। যার কারণে শিক্ষার্থী যেভাবে তৈরী হওয়ার কথা ওভাবে তৈরী হচ্ছে না। আর এই অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা পরীক্ষার হলে যায়। সেখানে তারা মরিয়া হয়ে উঠে পরীক্ষা পাসের জন্য। আশ্রয়গ্রহণ করে অসদুপায় অবলম্বনের। আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সে নিজেকে যেকোন উপায়ে পার করে নিতে চায়। ফলে পরীক্ষার হলে কর্তব্যরত ব্যক্তিদের চোখে সে অপরাধী। নিতান্ত অমানবিকভাবে সে প্রতিপক্ষে পরিণত হয়। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, বহিষ্কার হয়, নানাভাবে তল্লাশির কারণে